The aftermath of Partition – integration of the princely states –
History-PG – 2 – Unit – III Paper – 202

Indo-Pakistan relations after independence, Kashmir Problem

1947 সালের 15th August ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়ে, ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র ভারতকে তার প্রধান শত্রু বলে প্রথম থেকেই মনে করে, দেশীয় রাজ্য কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ সর্বপ্রথম সংঘর্ষের আকার ধারণ করে। ভারত, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংযোগস্থলে কাশ্মীর রাজ্যটির অবস্থান, 1947 সালে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজা হরি সিং কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত না করে স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করার পরিকল্পনা করেন, পাকিস্তান কাশ্মীরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য ~~কাশ্মী~~ কাশ্মীর-রাজ্যের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, এতে সাফল্য না পেয়ে 1947 এর সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সশস্ত্র উপজাতিদের কাশ্মীর আক্রমণে পাঠায়, পাক সৈন্য-বাহিনীর সৈনিকরা ছদ্মবেশে এই হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করে, মহারাজ হরি সিং পাক হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য ভারতের সাহায্য চান, এই সময়ে ভারত জানায় যে Instrument of Accession এর দলিলে কাশ্মীর স্বাক্ষর না করলে ভারতের পক্ষে সাহায্য প্রদান অসম্ভব, মহারাজা হরি সিং ভারতভুক্তিতে সম্মতি দান করলে ভারত কাশ্মীর রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করে, পাকিস্তান ভারতে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তিতে স্বীকৃত হয়নি, এমতাবস্থায় উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ আনেন কাশ্মীর বৈধভাবে ভারতে যোগদান করতে চাইলেও পাকিস্তান বাধা দিচ্ছে, রাষ্ট্রপুঞ্জ যেন অবিলম্বে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে।

জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হলে পাকিস্তান গণভোট দাবি করে, কিন্তু ভারত সরকার জানায় কাশ্মীরে শান্তি স্থাপনের পর জনগণের মতানুসারে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারিত হবে, সেই সাথে ভারত ঘোষণা করে কাশ্মীরের জাতীয় দল ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে সুতরাং কাশ্মীরের জনমত ভারতভুক্তির পক্ষে, কাশ্মীর মুসলিম প্রধান এলাকা হলেও পাকিস্তানের এই রাজ্য দাবির কোনো যুক্তি নেই কারণ ভারত দ্বিজাতি তত্ত্ব মানে না, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতে যে সংখ্যক

মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। তাদের সংখ্যা পাকিস্তানের কাশ্মীরবাসী মোট জনসংখ্যার অপেক্ষা বেশি এবং তারা সকলে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে। অন্যদিকে পাকিস্তান যুক্তি দেখায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাজ্য হিসেবে পাকিস্তানের প্রাপ্য কাশ্মীর। ভারত জানায় কাশ্মীর থেকে উভয় রাষ্ট্রের সেনা অপসারণ হলে সেখানে গণভোটে ভারত রাজী হবে।

কিন্তু সেনা অপসারণের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে সেখানে গণভোট স্থগিত থাকে, মীমাংসার জন্য জাতিপুঞ্জ কয়েকবার কমিশন পাঠালেও আলোচনার কোনো সমাধান হয়নি, কাশ্মীর ও জম্মুর সংবিধান সভা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তকে পুনরায় গ্রহণ করে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তান সরকার 'আজাদ কাশ্মীর' নামে ~~[illegible]~~ এক সরকার গঠন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশানুসারে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সেনা অপসারণে অস্বীকৃত হলে 1957 সালে ভারত শেষপর্যন্ত গণভোটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে অনিচ্ছুক প্রকাশ করে, 1964 সালে কাশ্মীরের সংবিধান সভা ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ করলে কাশ্মীরে পাকিস্তান পুনরায় হানাদার বাহিনী পাঠায় এবং কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি করে, 1965 সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সূচনা হয়, যুদ্ধ বাইশ দিন স্থায়ী হয় নিরাপত্তা পরিষদের ~~[illegible]~~ নির্দেশে যুদ্ধবিরতি হয়।

~~সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি~~

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপে কাশ্মীর সমস্যার কোনোর সমাধান না দেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এগিয়ে আসেন, তাঁর চেষ্টায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং তৎকালীন পাক রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থিত তাসখন্দে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন, 1966 সালে দশ দফা শর্ত সম্বলিত তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে সৈন্য অপসারণ, বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ, যুদ্ধবন্দী বিনিময়, কূটনৈতিক - অর্থনৈতিক - সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি করা হয়, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এটিকে বলেন "... thumping victory for the forces of peace", তবে তাসখন্দ চুক্তিও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

নদীর জল বন্টন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ শুরু থেকেই দেখা ~~সে~~ দিয়েছিল ~~এর~~ ~~[illegible]~~ সিন্ধু নদের ভাকরা বাঁধ নির্মাণের ভারতের পরিকল্পনাকে পাকিস্তান বাধা দেয়, শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টায় এই বিরোধের সমাধান হয়।

Sangita Mondal
(Dept. of History)